দৈনিক জনকণ্ঠ

১২/১১/২০০৭
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ৩ ....

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এখনও নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খল অবস্থা ॥ চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, ভয়াবহ সেশনজট

শরিফুজ্জামান পিন্টু ॥ একদিকে ছাত্রদল-ছাত্রশিবিরের দখল উৎসব এবং অন্যদিকে বিএনপি-জামায়াত সমর্থক শিক্ষকদের ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে লেখাপড়ার পরিবেশ বিপন্ন হয়ে পড়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে নৈরাজ্যকর ও বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল তা নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় আসার এক মাসের মাথায়ও অব্যাহত রয়েছে। বিগত প্রায় এক শ' দিনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলায় ভয়াবহ সেশনজটের কবলে পড়েছে এসব প্রতিষ্ঠানের অন্তত দু'লাখ ছাত্রছাত্রী। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থা কোন্ পর্যায়ে পৌঁছেছে তা আঁচ করা যায় একজন বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যের আবেগময় বক্তৃতায়। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. সালেহ উদ্দিন গত বুধবার জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসের এক আলোচনাসভায় ছাত্রদের উদ্দেশে বলেন, 'উপাচার্য বা শিক্ষক হবার চেয়ে শিয়াল-কুকুর হওয়া ভাল'।

এদিকে দেশের প্রধান চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে পরিবর্তন আনতে কোন আইনগত জটিলতা আছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে আইন মন্ত্রণালয়। এই চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত চার উপাচার্যকে অপসারণের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে প্রথমে আইনগত দিক খতিয়ে দেখা ও ফাঁকফোকর খোঁজা হচ্ছে। কারণ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগে সরকারের সর্বময় কর্তৃত্ব থাকলেও ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে সরকারের ক্ষমতা সীমিত। আর এ জন্যই দু'সপ্তাহের মধ্যে আইনগত বিষয় পরীক্ষা-নীরিক্ষার জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে ফাইল পাঠানো হয়েছে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আবাসিক হল ছাত্রদল-শিবির ক্যাডারদের হাতে পুরোপুরি চলে যাবার পরও তারা ক্ষান্ত হয়নি। এখনও চলছে তাদের মারপিট, চাঁদাবাজি, লুটপাট। বিরোধী ছাত্রসংগঠনের নেতা-কর্মীদের ক্লাস বা পরীক্ষায় অংশ পর্যন্ত নিতে দেয়া হচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনিক পরিবর্তনেও হস্তক্ষেপ করতে চাচ্ছে সরকারী ছাত্রসংগঠন। আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিএনপি-জামায়াত সমর্থিত শিক্ষকদের এখন পোয়াবারো। উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষসহ গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ পাবার জন্য তাদের বেপরোয়া ছোটাছুটি, লবিং-গ্রুপিং চলছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও হাওয়া ভবন হয়ে উঠছে পদলোভী শিক্ষকদের তীর্থস্থান। বিশেষ করে হাওয়া ভবন থেকে নাড়ানো হচ্ছে কলকাঠি। নির্ধারণ করা হচ্ছে কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন্ কোন্ পদে কে নিয়োগ পাবেন।